আক্কেল গুড়ুম

শ্রীআদিত্য নাথ দাস

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির
১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—এক আনা মাত্র

আক্কেল গুড়ুম

পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরে অর্দ্ধ কোটী মানুষ মরে,
আবার বুঝি আসে সেই দিন আমার দেশের 'পরে।
দ্রব্য মূল্য দিন দিন বাড়ে টাকায় পাঁচ পো চাল,
কোথায় দেখি এক টাকা সের বার আনা সের ডাল।
তেল নূনের দর বেড়েছে, মশলায় আগুন জ্বলে,
কাপড়ে আবার লেগেছে আগুন দ্বিগুণ দর বলে।
হাটে বাজারে ঢুক্‌লে পরে "আক্কেল গুড়ুম" হয়
চার টাকা সের রুই কাতলা, মেছুনী হেঁকে কয়।
গঙ্গার ইলিশ টাকা পাঁচ সাত, কুচো চিংড়ি আড়াই টাকা,
পোয়াটাক খানেক মাছ কিন্‌তে পকেট হয়ে যায় ফাঁকা।
মৎস্যভোজী মোরা বাঙালী জাতি নিত্য কিছু চাই,
মাছ না পেলে বাঙ্‌লার গিন্নীর মুখ পুড়ে হয় ছাই।
ছেলে মেয়েরাও মাছ না পেলে করে ধর্ম্মঘট,
আশনে অনশনে থেকে, দেয় অকালেতে চম্পট।
মাছের বাজারে লেগেছে আগুন তরকারীতেও জ্বলে,
অজন্মা হয়েছে ফসল চাষীরা হেঁকে বলে।
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিত্য বেড়ে যায়,
কোরিয়ায় যেদিন বাধিল যুদ্ধ ভীষণ অতিশয়।
চোরাকারবারী ফন্দি আঁটে অতি লাভের আশে,
গোপনে গোপনে গুপ্ত গুদামে মাল নিয়ে ঠাসে।
টাকার বলে মজুতদার মজুত রেখে মাল,
আগুন লাগায় খাদ্যদ্রব্যে, মানুষ নাজেহাল।

অতি লাভের তরে মুনাফাখোর খাদ্যদ্রব্য আটক রেখে,
দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করছে মনের সুখে।
দিকে দিকে ওঠে হাহাকার। ওই শোন কাতর ধ্বনি।
অন্ন দাও, অন্ন দাওগো বলে বুভুক্ষের কাতরাণী।
দেশে দেশে আবার মানুষ ভিক্ষার তরে ছোটে,
দিনান্তে একবেলা অন্ন অনেক গৃহস্থের নাহি জোটে।
আউস পাট হয় নিকো ভাল, কাজ বয়না মাঠে ভাই।
জোন মজুর হ'ল বেকার খাটুনি কোথাও নাই।
তার উপরে দ্রব্যমূল্য যদি দিন দিন বেড়ে যায়,
কেমনে বাঁচিবে বল দেশের মানুষ হায়।
চুরি ডাকাতি বেড়ে চলেছে নিত্য দেশের প'রে,
গৃহস্থের হয় নাকো ঘুম রাত্রি জেগে মরে।
সমস্যার উপর সমস্যারে আবার মেদিনীপুরে ভাই!
দামোদরে বান ডেকেছে, দুর্দ্দশার সীমা নাই।
স্রোতের টানে ভেসে চলে যায় শত শত মানুষ হায়।
গাছের ডালে হাজারে হাজারে লয়েছে রে আশ্রয়।
বাঁচাও মোদের রক্ষা কর গো কাতর কণ্ঠের ক্রন্দন ধ্বনি।
দিগ্‌দিগন্তে ছোটে করুণ রব—কেঁপে ওঠে মেদিনী।
মেদিনীপুরে বন্যার জল ছোটে মাদ্রাজ বিহারে ছোটে,
সারা ভারতে ধ্বংসের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে বটে।
আসাম প্রদেশে প্রকৃতি দেবীর তাণ্ডব নর্ত্তন হ'ল সুরু,
পাঁহাড় ফাটিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল বুক কাঁপে দুরু দুরু।
সারা ভারত উঠিল কাঁপিয়া ভূ-কম্পনের ফলে,
উত্তর আসামে প্রকৃতির ধ্বংস-লীলা চলে।

ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন হ'ল ঘটলো বিষম দায়,
পাহাড় ভেঙ্গে নদী হল—নদী পাহাড় বনে যায়।
ডিহাং নদীর মুখ বন্ধ হ'ল, শুকিয়ে গেল পানী,
তারপরেতে প্রবল বন্যা এল কয়দিন বাদে শুনি।
প্লাবনের জলে ভেসে চলে যায় মৃত মানুষ কত,
হাতি ঘোড়া ব্যাঘ্র হরিণ শৃগাল কুকুর শত শত।
ভাসমান নৌকা 'পরে মানুষ করে বাস,
অনাহারে কাটায় তারা—অদৃষ্টের পরিহাস।
লাল পাহাড় এক গজিয়ে উঠ্‌লো রক্ত-মুকুট প'রে,
গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ শব্দ হয় তার মানুষ কাঁপে ডরে।
সহর ভেঙ্গে চুরমার হ'ল, রেলপথ আকাশে ঝোলে,
টেলিগ্রাফের তার নষ্ট, যানবাহন নাহি চলে।
উত্তর আসামের ভূ-পরিবর্ত্তনে শস্যপূর্ণ ভূমি,
ওলট পালট হ'লরে ভাই! হাজার হাজার বিঘে জমি।
কত মানুষ মরেছে তার হিসাব নাহি হয়,
হাজারে হাজার মানুষ নাকি হয়েছে নিরাশ্রয়।
কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি নষ্ট সহর বাড়ী ঘর,
ছারখার হয়ে গেছে শত শত সোনার সংসার।
ধ্বংস-যজ্ঞের তাণ্ডব-লীলা সারা ভারতে চলে,
ভগবানের অভিশাপে ভারত যায় বুঝি রসাতলে।

———

ভগবানের মার—দুনিয়ার বার

যখন ভারতবাসীরা পরাধীন ছিল তখন তারা ভাবতো যদি দেশ স্বাধীন হ'ত তাহলে বোধ হয় এমন ভাবে আর অভাব যন্ত্রনা সহ্য করতে হ'ত না। স্বাধীন হবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল ভারতবাসী। বৃটিশের সঙ্গে চল্লিশটি বছর লড়াই চালিয়ে, জেলে গিয়ে, ফাঁসির দড়ি গলায় পরে, কামান বন্দুকের গুলি বুকে নিয়ে হাসতে হাসতে ধরা হতে সরে পড়লো দেশপ্রেমিকরা দেশ স্বাধীন করবার মন্ত্র আমাদের কানে ঢেলে দিয়ে। এমনি সময় আরম্ভ হ'ল বিশ্বজোড়া যুদ্ধ। কয়েক বছর তুমুল যুদ্ধ চললো। অবশ্য আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলাম। যুদ্ধের নিরাপত্তার জন্য এই সময় বৃটিশ-রাজ দেশ নেতাদের বন্দী করে রাখলে কারাগারে। দেশ নেতাদের বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল আগষ্ট-বিপ্লব। ভীষণ গণ্ডগোল হতে লাগলো সারা ভারতবর্ষের উপর। এদিকে জাপান আরম্ভ করেছিল বোমবাট। কি সর্ব্বনেশে কাণ্ডটাই আরম্ভ হয়েছিল তখন সহরের বুকে, গুম্—গুম্—গুম্ শব্দ শুনে মানুষের পেটের পিলে চম্‌কিয়ে যেতে লাগলো। যারা বোমা মাথায় করে নিয়েছিল, তাদের জন্য দুঃখ হয় না—তারা ত মরে বেঁচে গেল, দুঃখ রয়ে গেল শুধু আমাদের নিয়ে, আমরা যারা মরতে মরতে বেঁচে গেছি। এর পরে এলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। আসবে না? বৃটিশ চাইলে সৈন্য, তাদের হাঁকিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। রাজা-রাজড়াদের মান-অপমান করলে যা হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্দ্দানের উত্তম ব্যবস্থা। বৃটিশরাজ দেশের খাদ্য শস্যগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে গুদামজাত করে ফেললে। ঠেলা এখন বোঝ তোমরা, কর স্বদেশীপনা। এবার বৃটিশ মাথার টাকে হাত না দিয়ে, একেবারে ভুঁড়িতে অর্থাৎ পেটে হাত দিয়ে বসলো। যখন দুদিন পরে দেশে ভাত রুটীর হাহাকার উঠলো, তখন কিন্তু বাছাধন আমরা আর স্বদেশীপনা করে চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। সুশান্ত সুবোধ বালকের মত বৃটিশের দো-

গিয়ে যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাবার জন্য ধন্না দিতে আরম্ভ করলাম। টাকে হাত না দিয়েও বৃটিশ আমাদের টিকি এবার মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেল। আমরা যুবকেরা তখন পেটের জ্বালায় যুদ্ধে চলে গেলাম। আমরা বেশীর ভাগ অংশ জাপানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ইম্ফলে গিয়েছিলাম, (পরে জানা যায় আমরা নেতাজির আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়ে ছিলাম) যুদ্ধ আমাদের বড় একটা করতে হয়নি, পটাপট্ শুধু বন্দী হতে থাকলাম। ঠিক এই সময় জার্ম্মানের পতন সংবাদ শোনা গেল, কিছুদিন পরে প্রলয় কাণ্ড হ'ল জাপানে। আমেরিকানরা প্রকাণ্ড বড় বড় দু'টি বোমা ঝেড়ে বস্‌লো জাপানের ঘাড়ে, হিরোসিমা ও নাগাসাকি বন্দর দুটী মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল। তা ছাড়া যতদূর পর্য্যন্ত তার বেগুনে রংয়ের আলো ছুটে চলে, গেল ততদূর পর্য্যন্ত জীব, জন্তু, গাছ, পালা কত যে মর্‌লো, কত যে রুগ্ন, কালা, বোবা হ'ল তার হিসাব করা দায় হয়ে গেল। জাপানের রাজা ব্যাপারটা না দেখে একেবারে ঘাবড়ে বনে গেল। ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে উঠে শ্বেত পতাকা উর্দ্ধে তুলে সন্ধির প্রস্তাব করে বস্‌লো। সন্ধি না কর্‌লে কি বাঁচন ছিল জাপানের, এর নাম 'আনবিক' বোমা। এমনি আর দুটো ছাড়্‌লেই জাপান বংশটাকে ধরিত্রীর বুক হতে বোধ হয় চিরদিনের মত বিদায় নিতে হ'ত। এর পরে মহাযুদ্ধ থেমে গেল। মনে কর্‌লাম হ'ল ভাল কিন্তু যুদ্ধ থাম্‌লে কি হয়, এদিকে পটাপট্ যখন চাক্‌রী যেতে লাগ্‌লো, তখন আবার পেট নিয়ে নূতন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। দিন দিন বেকারে ভরে যেতে লাগ্‌লো দেশ। চুপ করে থাক্‌তে পার্‌লাম না আমরা, আবার স্বদেশীপনা আরম্ভ করে দিলাম। কিছুদিন পরে সত্যই আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম। কিন্তু "ভগবানের মার দুনিয়ার বার" আমরা সুখী হতে পার্‌লাম না। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত রাষ্ট্র আর পাকিস্থান রাষ্ট্র নামে দুই রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। এতে দেশের বুকের উপরে একটা মহা ঝড় বয়ে গেল। মানুষ ভাবে এক হয় অন্য। আমাদের ভাগ্যে তাই হ'ল। ভগবানের অভিশাপ এখনো যাদের মাথার উপর রয়েছে তারা সুখী হয়

কেমন করে ? এদিকে যুদ্ধের সময় থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র চাহিদা মত সরবরাহ না হওয়ার দরুন চোরাকারবারের সৃষ্টি হয়েছিল অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অধিক চড়া দরে বিক্রয় হতে লাগ্‌লো, যুদ্ধ থেমে গেছে আজ কতদিন কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর দিন দিন বাড়া ছাড়া কম্‌ছে না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মানুষের দুর্নীতি। অতি মুনাফার আশায় মজুতদাররা খাদ্যদ্রব্য গুপ্ত গুদামজাত করে রেখে দেশবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌ছে। মজুতদাররা যদি এমনিভাবে টাকার বলে স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করে তাহ'লে দু'দিনে ভারতরাষ্ট্র একেবারে ধ্বংসের পথে চলে যাবে এর কোন সন্দেহ নাই। পাপে দেশ পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ এখন মানুষের 'পরে দয়া মায়া বর্জ্জিত, পশুতে মানুষে মনে হয় আর বেশী ব্যবধান নেই। এর পরে বোধ হয় এরা মানুষের মাংস ছিঁড়ে খেতে কুণ্ঠিত হবে না। এখনও সাবধান হও.ভারতবাসী ! ভাই হয়ে এমন ভায়ের বুকে ছোরা মারা ব্যবসা তুমি পরিত্যাগ কর। নয়ত তোমারি পাপে একদিন ভারতবর্ষ রসাতলে চলে যাবে। তার নিদর্শন কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না ? চেয়ে দেখ, দেশে দেশে বন্যা। ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে আমাকে নাকানি চোকানি দিয়ে, চেয়ে দেখ দিব্য নেত্র যদি থাকে তোমার তা দিয়ে, আসামের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলের দিকে, কি প্রলয়ের ঝড় বয়ে গেল সেখানে। মনে রেখো মহাপাপী ! এই যে প্রকৃতির তাণ্ডব-নর্ত্তন শুধু কি ওদের উপর দিয়ে বয়ে চলে যাবে ? তা যাবে না, তোমার জন্য তুলে রেখেছে নিয়তি বজ্র, প্রয়োজন হ'লে পরে নিক্ষিপ্ত কর্‌তে কুণ্ঠিত হবে না সে বজ্র তোমার মস্তকে। তুমি ত মর্‌বেই, তোমার পাপে আমাদেরও কর্‌তে হবে সে বজ্র মাথায়। সাবধান হয়ে যাও এখনও স্বদেশদ্রোহী শয়তানের দল। তোমরা আর ক্ষিপ্ত করো না প্রকৃতি দেবীকে। জেনে রেখো "ভগবানের মার দুনিয়ার বার" এ কথা মিথ্যা হবে না কোনদিন কোনকালে।

———

—মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলি—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী । ২। যমরাজার বাংলায় আগমন ৩। বাঙ্গালী [illegible]
৪। জ্ঞামের বাঁশী বা সাইরেন ৫। কন্‌ট্রোলের ডামাডোল ৬। মহাযুদ্ধের [illegible]
৭। কাপড়ে আগুন ৮। ভারতমাতার বস্ত্রহরণ ৯। গৃহস্থের খোকা হ'ক ১০। [illegible]
ফৌজ ১১। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট ১২। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি ১৩। জয় যাত্রা ১৪। [illegible]
হিন্দ নেকড়ে বাঘ ১৫। পেট শাসন ভুঁড়ি অপারেশন ১৬। খাশুড়ী শাসন আইন ১৭। [illegible]
পালট ১৮। বিষাদ-সিন্ধু ১৯। বউ কথা কও ২০। ঐ রে ঐ রাক্ষসী আসে ২১। [illegible]
বিয়ে ২২। এ্যাটম বোমার শতনাম ২৩। নয়া হিন্দুর অভিয়ান ২৪। বুড়োর কাণ্ড ২৫। [illegible]
রহস্য ২৬। মহামানবের চিরবিদায় ২৭। আশার আলো ২৮। দুই জাতি—দুই [illegible]
২৯। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র ৩০। কুলীনের মেয়ে ৩১। নূতন বিয়ের আইন ৩২। [illegible]
ভারতের উৎসব ৩৩। ফটিক জল ৩৪। ক্ষুদিরামের ফাঁসী ৪৫। আগমনী ৩৬। [illegible]
দাবী ৩৭। স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব ৩৮। রূপিয়ার রূপকথা ৩৯। বাঘা যতিনের [illegible]
৪০। বিদ্রোহী হায়দরাবাদ ৪১। চাষী ভাই জাগো জাগো ৪২। চিচিং ফাঁক ৪৩। [illegible]
মর্ত্তে আগমন ৪৪। নাথুরামের ফাঁসি ৪৫। কালো মাণিক ৪৬। নেতাজির [illegible]
৪৭। চোখ গেল। উক্ত ৪৭খানি /০, ৵০ ও ৶০ আনা মূল্যের পুস্তক একত্রে ডাক [illegible]
ভিঃ পিঃ তে ৩।০ তিন টাকা আট আনা মাত্র।

বিঃ দ্রঃ—এই সমস্ত পুস্তকের মধ্যে যদি কোন পুস্তক ফুরাইয়া যায়
তার পরিবর্ত্তে নূতন পুস্তক দেওয়া হয়।

প্রিণ্টার—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস"
১৩৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত